# বাংলাদেশের দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও কোভিড-১৯

ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানঃ কোভিড-১৯ দুর্যোগে সম্মুখ সারির যোদ্ধা

সংক্ষিপ্ত গবেষণা প্রতিবেদন- ১

সেপ্টেম্বর ২০২০

ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইএনএম)

# ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানঃ কোভিড-১৯ দুর্যোগে সম্মুখ সারির যোদ্ধা

কোভিড-১৯ অতিমারি শুধুমাত্র জাতীয় অর্থনীতিতেই নয় বরং পারিবারিক পর্যায়েও বিশেষ করে, নিম্ন আয়ের মানুষের জীবনে ব্যপক প্রভাব বিস্তার করেছে। দৈনিক মজুরি ভিত্তিক কাজে নিয়োজিত শ্রমিকরা ইতিমধ্যেই খুব খারাপ ভাবে আক্রান্ত। অনেকের দীর্ঘদিন ধরে কোন কাজ নেই, ফলে পরিবারের চাহিদা মেটানোই দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের পরিবার গুলোতে সদস্য সংখ্যা গড়ে পাঁচ জন এবং সাধারনত তিন প্রজন্ম একত্রে বসবাস করে। এরূপ পরিস্থিতিতে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ এড়াতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা বা মেনে চলা কঠিন। অনেক ক্ষেত্রে দূরত্ব বজায় রাখা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবেও অগ্রহণযোগ্য। সুতরাং, মানুষকে নিরাপদে রাখতে এমন পদ্ধতির কথা ভাবতে হবে যেখানে মানুষের জীবন ও জীবিকা উভয়ই সুরক্ষিত থাকে। যদি সংক্রমণ রোধে মানুষকে ঘরে থাকতে হয় তাহলে দরিদ্রদের খাদ্য অথবা জরুরী অর্থ সহায়তা দেয়া প্রয়োজন।

দেশের অর্থনৈতিক স্লথগতির একটি সুদূরপ্রসারী প্রভাব পরে অধিকাংশ মানুষের আয়ের উপর। বিশেষ করে, যেহেতু দেশের অধিকাংশ নিম্ন আয়ের পরিবার গুলো অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজে নিয়োজিত (যেমন, নির্মাণ, গ্রামীণ অকৃষি ও অপ্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম ইত্যাদি), এসকল কার্যক্রম বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় লকডাউনের কারণে। অধিকাংশ জনগণের জন্য জীবিকা হারানোর প্রভাব অনেক সুদূরপ্রসারী। এমনকি সাময়িক কাজ হারানোও অনেকের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়ায় বিশেষ করে যাদের কোন সঞ্চয় বা সম্পদ নেই। উপরন্ত, যেকোনো ধরণের অসুস্থতা, দুর্ঘটনা বা বিকলাঙ্গতা অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মীদের জন্য আরও মারাত্মক হয়ে দাড়ায় তাদের কাজের ধরণ ও পরিবেশের কারণে। যে সকল মানুষ এই অতিমারির মাঝে কাজ করছে তারা এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার অধিক ঝুঁকিতে আছে। তারা অনেক সময় বস্তি বা ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বসবাস করে যেখানে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও পানীয় জলের অভাব রয়েছে। অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মীরা অনেক সময় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বা শ্রম অধিকার নীতির সুবিধা নিতে পারেনা কারণ তারা প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃত নন।

বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যেই বিভিন্ন অর্থনৈতিক উদ্দীপক প্যাকেজ ঘোষণা করেছে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক ভাবে দূর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য জরুরী অর্থ সহায়তা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও জনগণের জন্য ত্রাণ ইত্যাদি। এই উদ্দীপক প্যাকেজ গুলো তুলনামূলক ভাবে পরিমিত যা দেশের সীমিত সম্পদের প্রতিফলন। এগুলো বিশেষ করে, সরকারি ও বেসরকারি ত্রাণ এবং অন্যান্য বরাদ্দ দরিদ্র জনগণের জীবনে কিছুটা স্বস্তি এনেছে। এসকল অর্থনৈতিক প্যাকেজ গুলো সুপরিকল্পিত হলেও, এগুলো সকল অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের জরুরী অবস্থা মোকাবিলা করার মত বৃহৎ নয়, যেহেতু সরকারের অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধির অন্যান্য বিকল্প গুলোর মধ্যে আছে, ঋণ পুনর্গঠন, সরকারি সহায়তা ও রাজস্ব নীতির পরিবর্তন ইত্যাদি। জাতীয় অর্থনীতিতে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অবদানকে মূল্যায়ন করে এখাতের শ্রমিকদের জীবন মান উন্নয়নে সরকারের বর্তমান পরিকল্পনার বাস্তবায়ন যেমন জরুরী তেমনি নতুন এবং আরও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার।

বাংলাদেশে সংক্রমন বাড়ার সাথে সাথে বহু মানুষ তাদের চাকরি হারিয়েছেন যারা ক্ষুধা ও চরম দারিদ্রের মাঝে পতিত। পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণ নীতি ও আইনি কাঠামোর অভাবে সরকারের পক্ষে এই সকল অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মীদের চিহ্নিত করা এবং তাদের কাছে পর্যাপ্ত সহায়তা পৌঁছে দেয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যখন করোনা ভাইরাস অতিমারি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ব্যপক ক্ষতি সাধন করছে, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান গুলো সেসময় বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের ভোক্তাদের বিশেষ করে নিম্ন আয়ের মানুষের সুরক্ষা দেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

১৯৭১ সালে দেশের স্বাধীনতার পর থেকেই ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান সমূহ কাজ করে যাচ্ছে। সময়ের সাথে সাথে ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান সমূহ তাদের কার্যক্রমে ব্যপক পরিবর্তন এনেছে। তারা এখন সীমিত পরিসরে গ্রুপ ভিত্তিক ঋণ দান কার্যক্রম থেকে একক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সুদূর প্রসারি ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বিস্তার করছে। বর্তমানে ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান সমূহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যথার্থ অর্থায়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণকে উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় নিয়ে আসছে। তারা স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও নারী ক্ষমতায়ন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে। বিভিন্ন ধরণের প্রযুক্তি, কারিগরি বিদ্যা ও আয়বর্ধক কর্মসূচীর সাথে সদস্য ও ঋণগ্রহীতাদের পরিচয় করিয়ে দেবার মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নে এসকল প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এই প্রতিষ্ঠান গুলো ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের কার্যক্রমে নিয়মিত অর্থায়ন করে যাচ্ছে, যা দেশে উদ্যোক্তা তৈরি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বেকারত্ব হ্রাসে ব্যপক ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে এই করোনা মহামারির সময় ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান সমূহ গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান রূপে আবির্ভূত হয়েছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৩০ মিলিয়ন গ্রহীতা রয়েছেন যারা ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন ধরণের সেবা নিচ্ছেন । এদের মধ্যে অধিকাংশই পূর্বে যেকোন ধরণের আর্থিক পণ্যের সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন । এদের মধ্যে ৮০ শতাংশ গ্রহীতাই মহিলা এবং ৬৫ শতাংশ গ্রামে বসবাস করে। বর্তমানে তারা ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ, সঞ্চয়, বীমা, অর্থ প্রেরণ ইত্যাদি সুবিধা পেয়ে থাকে। বিভিন্ন দুর্যোগকালীন সময়ে আপদ মোকাবেলায় এসকল প্রতিষ্ঠান

গ্রাহকদের বিভিন্ন সুবিধা যেমন, জরুরী ঋণ সহায়তা বা ঋণ পরিশোধে নমনীয়তা ইত্যাদি দিয়ে থাকে। বর্তমানে কোভিড-১৯ অতিমারির সময়ে এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান সমূহ গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যপক পরিবর্তন এনেছে এবং গ্রামে বসবাসরত পরিবার গুলোরও আর্থিক পণ্যের ব্যপক চাহিদা রয়েছে।

করোনা ভাইরাসের কারণে ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগ গ্রাহক আর্থিক ও অন্যান্য সঙ্কটে আক্রান্ত হয়েছেন। এরূপ পরিস্থিতিতে এই অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান গুলোও তীব্র সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছে। কিছু কিছু ছোট ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের জন্য তাদের দৈনিক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়াই কঠিন হয়ে পড়েছে। করোনা ভাইরাসের কারণে অধিকাংশ গ্রাহকের কাজ ও আয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যা তাদের ঋণ পরিশোধের সামর্থ্যকেও দূর্বল করে দিয়েছে। ফলে ঋণ খেলাপির ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রশাসনিক খরচ বেড়েছে এবং ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ঋণ যা তারা ব্যাংক খাত থেকে নিয়েছিল তা পরিশোধের সামর্থ্য কমেছে। কার্যত, ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানে তারল্য সংকট দেখা দিয়েছে।

ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান সমূহ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত নিয়ে কাজ করে এবং তাদের বেশির ভাগ গ্রহীতাই যেকোনো দুর্যোগ মোকাবেলায় আর্থিক ভাবে দূর্বল ও অসমর্থ। তাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ সীমিত এবং তারা মূলত তাদের সব সম্পদ অর্থনৈতিক কার্যক্রমে নিয়োজিত করে। অনেক গ্রহীতা দৈনিক মজুরীর উপর নির্ভর করে পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণ করেন। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে গৃহীত লকডাউন তাদের আয়ের পথকে বন্ধই করেনি উপরন্ত তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণই অনিশ্চিত করে তুলেছে ।

প্রচলিত ব্যাংকিং সেবার বাইরে অবস্থানরত এসব গ্রহীতাদের ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান সমূহ বহুদিন ধরে আর্থিক সেবা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে অনেক প্রতিষ্ঠানকে তাদের কার্যক্রম কমিয়ে আনতে হচ্ছে, অনেকে কিছু কিছু ব্রাঞ্চের কার্যক্রম বন্ধ করে দিচ্ছে, অনেকে কার্যক্রমের ধরণ পরিবর্তন করছে। এ সব কিছুই এসব আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে ব্যাহত করছে। বড় বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠান গুলো তারল্য সঙ্কট মোকাবিলা করতে পারলেও ছোট প্রতিষ্ঠান গুলোর জন্য সঙ্কট মোকাবিলা করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্কট মোকাবিলা করতে সরকারের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান সমূহ ইতিমধ্যেই তাদের গ্রহীতাদের রক্ষায় দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে, যেমন, ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বাড়ানো, ঋণের কিস্তি সংগ্রহে নমনীয়তা বা মুলতবিকরণ, ঋণ রি-ফাইনান্সিং ইত্যাদি। অনেক ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান করোনা মোকাবেলায় গ্রাহক ও কর্মীদের জন্য সচেতনতা মূলক কার্যক্রম ও সুরক্ষা কর্মসূচী নিয়েছে। অনেক প্রতিষ্ঠান করোনা মোকাবেলায় টেলি-ওয়ার্কিং ও ডিজিটাল পরিসেবার পরিধি বাড়ানোর কার্যক্রম হাতে নিয়েছে যাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয়। অতীতে যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান সমূহ সরকারের সাথে তৃণমূল পর্যায়ে সাফল্যের সাথে কাজ করেছে। এই করোনা কালীন সময়ে এসকল প্রতিষ্ঠান স্থানীয় সরকারের সাথে একত্রে করোনার প্রাদুর্ভাব নিরীক্ষণ, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও ত্রাণ বিতরণে কাজ করতে পারে। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় ব্রাক ইতিমধ্যেই বৃহৎ পরিসরে ত্রাণ বিতরণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সরকারের পাশাপাশি ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান সমূহ কোভিড-১৯ মোকাবেলায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত নীতি সুবিধা ও সহযোগিতা তাদের কার্যক্রমকে সহজ করবে।

**ইন্সটিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট (আইএনএম)**

পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আঁগারগাও, শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

আইএনএম ট্রেনিং সেন্টার, বাড়ী# ৩০, রোড# ০৩, ব্লক# সি, মুনসুরাবাদ আর/এ, আদাবর, ঢাকা-১২০৭

ফোন: +৮৮০-০২-৮১৯০২৬৯, ৮১৯০৩৬৪, ফ্যাক্স: +৮৮০-০২-৮১৯০৩৬৪

ইমেইল: info@inm.org.bd, ওয়েব: www.inm.org.bd